অশুচি আত্মাগ্রস্তকে সুস্থতাদান

মার্ক ৫:১-২০

হিংস্র বা উত্তাল সাগরের (৪:৩৭) সঙ্গে গত রবিবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, আজ আমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে একজন হিংস্র মানুষের (৫:৩-৫)। মানুষ আমরা, এমন দুই প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য, কিন্তু যীশু উভয়কেই বশে এনেছিলেন।

নৌকায় চেপে গালীল সাগরের পূর্বপারে, গেরাসীনে যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। সাধারণ ইহুদির পক্ষে এমন জায়গায় আসা চিন্তার বাইরে ছিল। কারণ সেখানে ছিল একদিকে কবর (গণনা. ১৯:১৬), অন্যদিকে সেখানকার লোকেরা ছিল বেশিরভাগই অ-ইহুদি (শূকরের উপস্থিতি)। কিন্তু সমস্ত জাতির জন্য ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীস্ট তাঁর পরিত্রাণের বার্তা ও আশীর্বাদ পৌঁছে দিতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই, কোন বাধাই তাঁকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

ক। অসহায় পরিস্থিতি (১-৫ পদ)

(১) একাকী জীবন — শয়তান চোরের ন্যায় (যোহন ১০:১০, প্রকা ৯:১১) মানুষের জীবনে ধবংসকার্য করে। যে সকল মানুষ ক্রমশ পাপে জীবনযাপন করে, শয়তান তাদের জীবনে সহজেই প্রবেশ করে। সেই শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করায়, এই মানুষটি সব কিছুই হারিয়েছিল। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব। কবরস্থান, যেখানে কোন সুস্থ-সবল মানুষ বাস করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না, সেখানে সে থাকত। সমাজে পাঁচ জনের সঙ্গে থাকার পরিস্থিতি তার নেই। শয়তান তাকে উলঙ্গ জীবনযাপনে বাধ্য করেছে।

(২) নিয়ন্ত্রণবিহীন জীবন — সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়েছিল, পশুর মত জীবনযাপন করত। তার প্রকৃত সমস্যা ছিল আত্মিক। লোকেরা তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল দৈহিকভাবে, বেড়ি ও শিকল দিয়ে বেঁধে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি, বাহ্যিক বাঁধাধরা নিয়ম কখনও অভ্যন্তরীণ আত্মিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কিছুকাল হয়তো তাকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছিল (৩), কিন্তু ফল আরও খারাপ হয়, তার উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা এমন বৃদ্ধি পায় যে, শিকলও কোন কাজে লাগে না। শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণের পরিণাম এমনই হয়।

(৩) নিজেকে ধবংসকারী জীবন — শয়তান যে কেবল তাকে ধবংস করেছে, তা নয়, সে নিজেও নিজেকে ধবংস করেছে। পাথর দিয়ে নিজেকে নিজে কাটত। আমরা যেন কখনও শয়তানের ধবংসাত্মক শক্তিকে খাটো করে না-দেখি। গর্জনকারী সিংহের মত সে আমাদের প্রত্যেককে গ্রাস করতে চায় (১পিতর ৫:৮-৯)। অবিশ্বাসীদের জীবনে কাজ করে তাদের সে অবাধ্যতার সন্তানে পরিণত করছে (ইফি. ২:১-৩)। যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যতীত তাদের উদ্ধারের কোনও উপায় নেই। তাই, সেদিন গালীল সাগরের সেই মারাত্মক ঝড়ও, এই অসহায় ব্যক্তিটিকে রক্ষা করা থেকে যীশুকে দূরে রাখতে পারেনি।

খ। যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (৬-১৫)

(১) অসহায় ব্যক্তির মিশ্র প্রতিক্রিয়া — ৬ পদ অনুসারে, দূর থেকে কয়েকটি মানুষকে আসতে দেখে সে যীশুর কাছে দৌড়ে আসল। নিশ্চয়ই হিংস্রতা বা ভয় দেখানোই এর কারণ। কিন্তু সে যখন কাছে এসে যীশুকে চিনতে পারল, তখন প্রতিপক্ষকে দেখে ভয় পেয়ে, (যাকোব ২:১৯) তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে যীশুকে প্রণাম করল। কিন্তু তারপরই শয়তান সেই ব্যক্তির স্বরকে ব্যবহার করে তার রাগ, বিতৃষ্ণা এবং নিরাশার কথা বলল (৭ পদ)। শয়তান জানে যে এই পৃথিবীতে যীশু অবতীর্ণ হয়েছেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করতে (১যোহন ৩:৮)।সে আরও জানে যে তার ধবংসের জন্য সময় (শেষ বিচার) নিরুপিত আছে (মথি ৮:২৯)। শয়তানের নিয়ন্ত্রণে মানুষ এই প্রকার স্ব-বিরোধী আচরণ করে থাকে।

(২) যীশু তাকে সুস্থ করলেন — কিন্তু সেই ব্যক্তিকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ত্যাগ করতে যীশু শয়তানকে আজ্ঞা করেছিলেন। তার বিস্তর মিনতিতে যীশু তার নাম জানতে চাইলেন। এর দ্বারা (১) যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে চাইলেন যে, তিনি কেবল একজন শয়তান নয়, কিন্তু এক বাহিনী শয়তানের মোকাবিলা করছেন। কারণ তার নাম ছিল, "বাহিনী" (এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ ৬, ০০০ সৈন্যের দল)। অন্যদিকে, (২) এর দ্বারা সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, তার পরিস্থিতি কতখানি গুরুতর। একজন মানুষের উপর একাধিক শয়তান নিয়ন্ত্রণ চালাতে পারে (মথি ১২:৪৫)।

এমন সময় এক বিরাট শূকরের পাল চোখে পড়ে। যন্ত্রণার স্থানে (লুক ৮:৩১) নয়, কিন্তু ঐ সকল শূকরদের মধ্যে প্রবেশের জন্য শয়তানের দল যীশুর কাছে অনুমতি চায়। শয়তানের দল উপলব্ধি করেছিল যে, যীশুর আজ্ঞা কখনও ব্যর্থ হবে না। তাই, তারা তাদের শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করল। যীশু সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। কারণ, (১) শূকরপালকে বিনষ্ট হতে দেখে সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি মুক্ত হবার বিষয় নিশ্চিত হয়েছিল। (২) এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা যীশুর ক্ষমতা উপলব্ধি করেছিল। (৩) প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা এর দ্বারা শিক্ষা পেয়েছিল যে, শয়তানের কাছে মানুষ আর শূকর সমতুল্য। "পাপের প্রতিফল মৃত্যু।" শূকরপাল ধবংস হয়েছিল, কিন্তু সেই মানুষটি রক্ষা পেয়েছিল। সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়, কাপড় পরে সুবোধ বালকের ন্যায় যীশুর চরণতলে বসে (১৫ পদ)।

গ। দুটি প্রতিক্রিয়া (১৬-২০ পদ)

এই ঘটনায় দুটি প্রতিক্রিয়া আমাদের চোখে পড়ে— (১) নগর ও পল্লীবাসীরা সেই স্থান ত্যাগ করতে যীশুকে অনুরোধ করল (১৭);(২) কিন্তু সুস্থ হয়ে সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যীশুর সঙ্গে যেতে চাইল (১৮)। যীশু প্রথম অনুরোধটি গ্রহণ করলেও দ্বিতীয়টি বাতিল করেছিলেন।

শূকর-মালিকরা কেন এমন কথা বলেছিল? (১) তাদের কাছে একটিই আগ্রহ ছিল। ব্যবসা— তাই, এইভাবে শূকরপালের ধবংস হওয়া দেখে তারা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির কথার সবার আগে চিন্তা করেছিল। (২) তাদের এতদিনের পরিচিত দেব-দেবী অপেক্ষা যীশু ছিলেন পৃথক। এমন ক্ষমতাবান ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ চালানো অসম্ভব (যেমন তাদের দেব-দেবীর উপর তারা চালায়), একথা তারা বুঝতে পেরেছিল। যেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত, সেখানে আমাদের প্রভু অবস্থান করেন না। তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। ঐ সকল লোক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করল।

যীশু কেন সেই পূর্বতন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির অনুরোধ রাখলেন না? কারণ, (১) তার পরিবার ও প্রিয়জনের কাছে সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব তার ছিল। ফলপ্রসূ খ্রীস্টীয় জীবনের শুরু আমাদের পরিবারে, যেখানে সবাই আমাদের চেনে। সেখানে যদি আমাদের দ্বারা যীশু গৌরবান্বিত হন, তাহলে, তিনি সর্বত্র আমাদের দ্বারা গৌরবান্বিত হবেন। (২) অ-ইহুদিদের মধ্যে প্রথম মিশনারী হিসাবে যীশু এই পূর্বতন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। যীশু সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করার জন্য যীশু এই ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন। আমরা বিশ্বাস করি, তার সাক্ষ্যের মাধ্যমে বহু অ-ইহুদি মুক্তিদাতাকে বিশ্বাস করেছিল।